যুগান্তর

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সৃজনশীল নিয়ে গোলটেবিল

সুপারিশগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন হোক

সোমবার যুগান্তর কার্যালয়ে 'সৃজনশীলের ভালো-মন্দ' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকসহ অনেকেই আলোচনায় অংশ নেন। বক্তাদের আলোচনা থেকে মূল যে কথাটি বেরিয়ে এসেছে তা হল— শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতির যে ত্রুটি বিদ্যমান, তা দূর করতে দরকার প্রশিক্ষণ ও তদারকি। শিক্ষামন্ত্রীর মতে, সৃজনশীল পদ্ধতির নিজস্ব কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, ত্রুটি যা রয়েছে তা প্রয়োগজনিত। আমরাও মনে করি, শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে তাদের স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃষ্টিক্ষম করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতি প্রবর্তনের পেছনে সরকারের মহৎ উদ্দেশ্যই কাজ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বাস্তবায়নে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করছি আমরা। গোলটেবিলে উপস্থাপিত ধারণাপত্রের যুক্তিগুলোর সঙ্গেও আমরা একমত। সেখানে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রধান শিক্ষকদের অনীহা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অভাব, সৃজনশীল-প্রশ্ন-পদ্ধতির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা— সবটা মিলিয়েই সৃজনশীল পদ্ধতি বিতর্কিত হয়েছে। এসব সমস্যা যথাযথভাবে অ্যাড্রেস করা গেলে এই পদ্ধতি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে নিশ্চয়ই। আরও কথা যে, প্রায়োগিক ত্রুটির কারণে একটি ভালো পদ্ধতি নাকচ করার কোনো মানে হয় না। সৃজনশীল একটি গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন মূল্যায়ন ও গবেষণা থেকে পাওয়া এই কাঠামোগত পদ্ধতি উন্নত দেশগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকার অর্থেই সৃজনশীল করে তুলেছে।

যুগান্তর আয়োজিত গোলটেবিলে কোচিং বাণিজ্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো বহুল নিন্দিত ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী তো বলেই দিয়েছেন, যারা কোচিং-বাণিজ্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন, তারা শিক্ষক-নামের কুলাঙ্গার। আমাদের কথা, তাদের শুধু কুলাঙ্গার বলেই দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। তাদের বিরুদ্ধে নিতে হবে ব্যবস্থাও। বস্তুত, কোচিং-বাণিজ্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁস এই দুই ব্যাধিতে আক্রান্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পঙ্গুত্ববরণ করতে যাচ্ছে। যেভাবেই হোক, এই ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনে যে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছেন, তা আরও গতি পাক— এটাই প্রত্যাশা।